জয়শ্রী পিকচার্স
নিবেদিত
DIGEN Studio
অজানা কাহিনী

জয়শ্রী পিক্‌চার্সের নিবেদন—

সুপ্রিয়া চৌধুরী

অভিনীত

অজানা কাহিনী

প্রযোজনা—অমীয় চৌধুরী

কাহিনী—কমল দেব

পরিচালনা—সুনীল বরণ

সংগীত—অপরেশ লাহিড়ী

চিত্র গ্রহণ—নিমাই রায়

শব্দ গ্রহণ—পরিতোষ বসু

শিল্পনির্দ্দেশনা—শ্রীপ্রীতি ও রবীন মণ্ডল

পটশিল্প—কবি দাশগুপ্ত

সম্পাদনা—দুলাল দত্ত

নৃত্য পরিকল্পনা—অতীন লাল (এ্যা)

আলোক সম্পাত—বিমল দাস

রূপসজ্জা—সুধীর দত্ত

সাজসজ্জা—সন্তোষ নাথ

ব্যবস্থাপনা—গোপাল সরকার

পরিস্ফুটন—প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বসু

কর্ম্মসচিব—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী বৃন্দ

সহকারী—চিত্র গ্রহণ—পান্তু নাগ, দেবেন দে,

পট শিল্পী—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

পরিস্ফুটন—মুকুন্দ পাল, প্রভাত ঘোষ

শব্দ গ্রহণ—শশাঙ্ক বসু

রূপ সজ্জা—সুরেশ রায় ও সুরঞ্জন ঘোষ

সম্পাদনা—হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা—শ্যামল মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ও অসীম মিত্র

সংগীত—দীপক চক্রবর্ত্তী

আলোক সম্পাত—অনিল দত্ত, তারাপদ মান্না, রবীন চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠ সঙ্গীতে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, শ্যামল মিত্র, বাশরী লাহিড়ী রবীন মজুমদার।

চরিত্র চিত্রণে ঃ

অসিত বরণ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রবীন মজুমদার, অমর মল্লিক, তরুণ কুমার, সমীর কুমার, মিহির মুখোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়, পাঁচু ঘোষ, নারায়ণ, গোবিন্দ ঘোষ ও আরও অনেকে।

নমিতা সিন্‌হা, চিত্রা মণ্ডল, অপর্ণা দেবী, সাধনা রায় চৌধুরী, সুমিতা বন্দোপাধ্যায়, সবিতা মুখোপাধ্যায় ও বেবী রাণী।

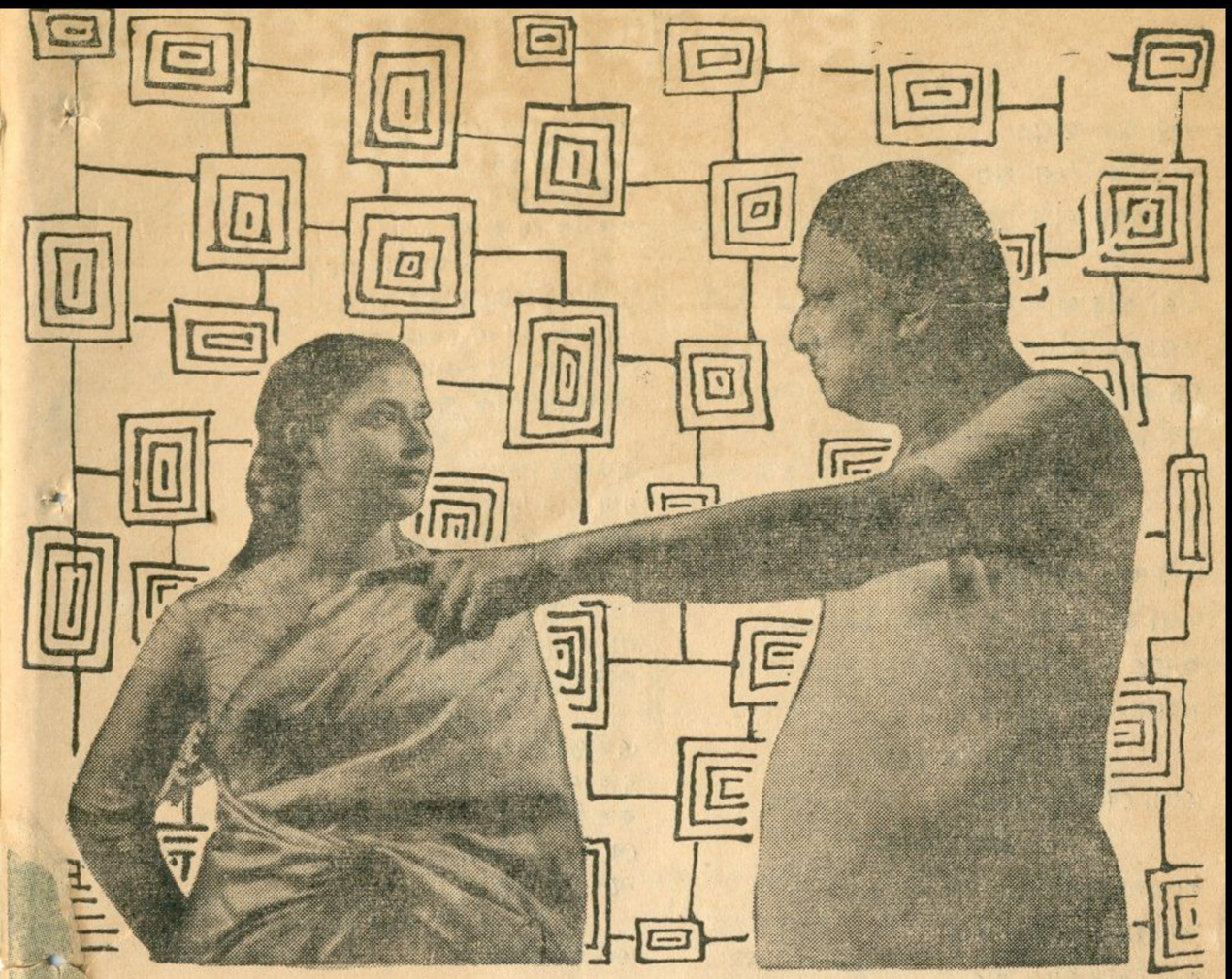

অজানা কাহিনী

টুপ্‌! টুপ্‌! শব্দ হয়। শান্ত হ্রদ। প্রশান্ত নীরে অশান্ত পায়ের মৃদু কম্পন। শ্বেত শুভ্র পদযুগল দিয়ে এঁকে চলে সুনীপা অজানা এক আলিম্পন। তারি মাঝে অতনুর তীরে বদ্ধ হয় দু'টি হৃদয়। সুপ্রিয় ও সুনীপা—নদীর দু'টি কূল।

ব্যবসায়ী অবিনাশ অর্থের কৌলীন্যে পারেনি শান্তির নীড় রচনা করতে। কোন এক মহালগ্নে স্ত্রী একমাত্র কন্যা সুনীপার হাত ধরে ত্যাগ করে দম্ভের দৈউড়ী। পিতার বহুদিনের অবরুদ্ধ পুঞ্জীভূত অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে আসে সুনীপার ভাগ্যাকাশে। সুনীপা স্বমনোনীত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে। সুপ্রিয়র ভদ্রতার আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যায় সুনীপার কাছে। প্রকট হয় এক নগ্ন কুৎসিত স্বরূপ মুখোশের অন্তরালে সুপ্রিয়র স্ত্রীর পরিচয় জানতে পারে সে। আবার এক অশুভ লগ্নে মায়ের মতই কন্যা পিত্রালয় ত্যাগ করে চলে যায় স্বাভাবিক জীবনযাপনের সন্ধানে। পিতার কাছে অজানা থেকে যায় কন্যার বিবাহে অসম্মতির কারণ। পরিচিতদের কাছে প্রহেলিকা হয়ে থাকে চলে যাওয়ার বিচিত্র ইতিহাস।

স্ত্রীর আঘাতে ভগ্ন হৃদয়, অবিনাশ সহ্য করতে পারেনা কন্যার দেওয়া নিদারুণ আঘাত। মৃত্যু এনে দেয় শান্তি। বিহ্বলা সুনীপা বিব্রতা হয়ে পড়ে পিতার উইলের কঠিন শর্ত্তে। বিশাল এই নীল আকাশ খুব ছোট মনে হয় সুনীপার চোখে। বিচিত্র এই পৃথিবী সুনীপার কাছে হয়ে যায় রূপহীন। শতাব্দীর অবহেলিতা নারীর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। অদৃষ্টের পরিহাস অনিবার্য্য গতিতে এনে দেয় স্বামীরূপে ফাঁসীর আসামী অনিমেষকে। ভোরের কুহেলিকা ভেদ করে এলো একমুঠো আলো। একটি নারীর নিবিড় প্রেমের অজানা—কাহিনীর হ'ল বুঝি পরিসমাপ্তি। আজন্মকাল কি অজানা থেকে যাবে এদের অজানা কাহিনী।

গান

[১]

তন্দ্রা ঝরা স্বপ্নিল
শান্ত ঝিল মিল ঝিল
সন্ধ্যা তারা নীল নীল নীল
ওই গগন কোণায়
বাঁশী আর হাসি কার ছন্দ শোনায় ॥
তন্দ্রা ঝরা স্বপ্নিল, শান্ত ঝিল মিল ঝিল
লগ্ন এলো বুঝি ঐ
কৃষ্ণ চূড়া থৈ থৈ
মুগ্ধ আঁখি মেলে রই
আমি অন্য মনায়।
বাঁশী আর হাসি কার ছন্দ শোনায় ॥
তন্দ্রা ঝরা স্বপ্নিল, শান্ত ঝিল মিল ঝিল।
শুনতে কিছু নিরালায়
ভরলো হিয়া কি মায়ায়
বুঝেছি এবার
এলো যেন মধুরাতি
হৃদয় দেবার—
লাগলো মনে দোলা যার
মিলবো বুঝি পাশে তার
শুক্লা তিথি লাগে ভার
তারি প্রহর গোনায়
বাঁশী আর হাসি কার ছন্দ শোনায় ॥
তন্দ্রা ঝরা স্বপ্নিল, শান্ত ঝিল মিল ঝিল।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২]

এহে—হে—এহে—হে
এক দুই তিন
যায় ওরে দিন
কত কি যে আশা লয়ে
স্বপ্ন মাখায়।
টুং টাং টুং টাং চুড়ির তালে
মন জড়ালো এ কোন্ জালে
কোন্ খেয়ালী কোন্ খেয়ালী
কাছে এসে কি যে কয়ে
যায় ফিরে যায়
এক দুই তিন
যায় ওরে দিন
কত কি যে আশা লয়ে
স্বপ্ন মাখায়।
চেয়ে দেখি এ জীবনে—
লাগে দোলা মনে মনে,
কভু সুখে কভু দুখে
ঢেউ লাগে বুকে মন দরিয়ায়
এক দুই তিন
যায় ওরে দিন
কত কি যে ..... মায়ায়
কে বা সে কোন্ বধূ
নবে গো এই মধু
রেখেছি ভীরু মন ছায়ায়।
এক দুই তিন
যায় ওরে দিন
কত কি যে আশা লয়ে
স্বপ্ন মাখায়
এহে - হে, এহে - হে, এহে - হে

পবিত্র মিত্র

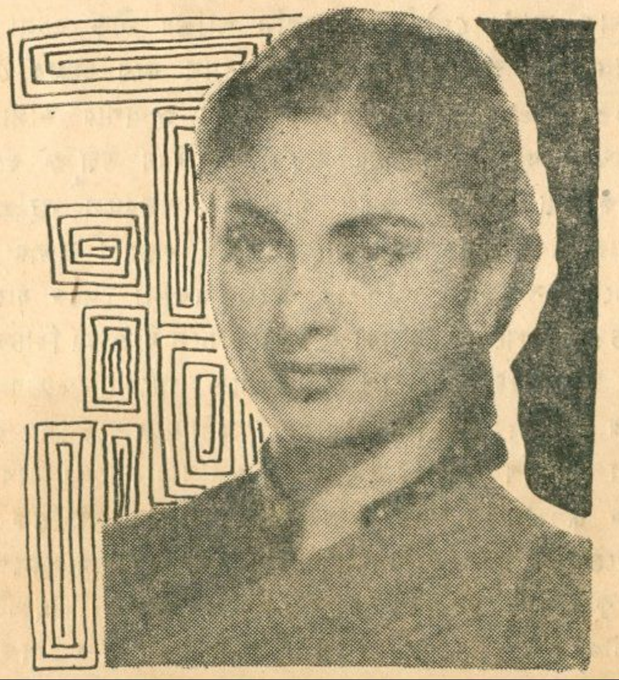

[৩]

আজকে প্রাণের খুসীর মেলায়
মুক্তো গুলো কুড়িয়ে নে,
দুঃখ রাতের অন্ধকারের
মেঘগুলোকে উড়িয়ে দে।
ভালবাসার মৌ—পাখীরা
মনের মহুল বন থেকে,
কোন অজানায় পাড়ি দিতে
আমায় যে গো যায় ডেকে
আসবি কে আয় এই মোহনায়
সকল ব্যথা জুড়িয়ে নে,
দুঃখ রাতের.....উড়িয়ে দে।
অনেক আশার পথ চেয়ে আজ
শেষ যেন গো সব খেলা,
সকল পাওয়ার সকল চাওয়ার
এলো বুঝি এই বেলা।
খেয়াল খুসীর নিমন্ত্রণে
হারিয়ে যেতে নেই মানা
মন মিতার সাথে যে আজ
নিরুদ্দেশের দাঁড় টানা।
গানের ধারায় প্রাণের স্রোতে
অতীতটাকে ভুলিয়ে দে,
দুঃখ রাতের ..... উড়িয়ে দে।
আজকে প্রাণের .... মেঘগুলোকে উড়িয়ে দে।

তেজোময় গুহ

[৪]

অনেক কাহিনী শুনেছ
গল্প কথা
ব্যর্থ প্রেমের বেদনা.....ও
ব্যাকুলতা।
এ এক নতুন অজানা কাহিনী বলি
মরা চাঁদ নয় নয়
ঝরা ফুল কলি
অজানা কাহিনী বলি।
এখানে সূর্য্য চুপি চুপি হেঁটে যায়
দিন কাটে শুধু রাতের তপস্যায়
ঘুম ঘোর চোখে
ভোর ভোর নাহি হয়
আলোর পরশে যেন ওঠে চঞ্চলী
আঃ আঃ আঃ
অজানা কাহিনী বলি ॥
এক ফালি ঐ আকাশের গায়ে
বাঁকা চাঁদ হাসে হাসি
শুনিনি কখন পাতারা শোনালো
খেয়ালী হাওয়ার বাঁশী
আঃ আঃ আঃ
এখানে মানুষ মরণের দিন গোনে
আশা নিরাশার ছায়া পথে জাল বোনে
পাতা বাহারের পাতার মত ঝরা
অশ্রু আঁধারে নিত্য জীবন ভরা
দু চোখে কান্না ওঠে যেন ছল ছলি।
অজানা কাহিনী বলি..... ....

শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

গান

ও ও ·····ও ও
আঃ আঃ·····আঃ আঃ
রূপসী নদী চঞ্চলা
মাদল বাজে মনছলা
সুন্দরী লো রূপমতী
আয়রে সাথে নাচবি আয়
আহা আহা আহা··· ।

(মেয়ে)····· না না যাবো না
যাবো না হয় নি বেশ
কোন ফুলেতে বাঁধবো কেশ
কোথায় গেলে কাজল পাবো আলতা পাবো পায়
ও ও ও
রূপসী নদী চঞ্চলা·····

(মেয়ে)····· ওরে পুরুষ ওরে সাথী
তোর সাথে আজ নাচবো আয়·····
(পুরুষ)····· নদীর মত দুই চোখে সরম কাজল আয় এঁকে
রঙিন মনের রাঙা ছোঁয়া আলতা মেখে নে
(মেয়ে)····· দু কানেতে কি দেব
কণ্ঠ ঘিরে কি নেব
ময়ূর কণ্ঠি শাড়ী আগে দে রে এনে দে
ও ও আয়·····
(পুরুষ)····· সময় যে যায়
(পুরুষ)····· ধানের ছড়া দুল দেব
খোঁপায় রাঙ্গা ফুল দেব
আরও দেব কনকলতার সাতলহরী হার
(মেয়ে)····· ধান খেয়েছে বুলবুলি
ঝরে গেছে ফুলগুলি
শুকিয়ে গেছে কণকলতা
মিথ্যে বড়াই ছাড়।
(পুরুষ)····· মন ওঠে না সুন্দরী
হায়রে তবে কি করি
কিছুই যদি নিবি না তো
আমায় তবে নে·····
(মেয়ে)····· কোথায় রাখি কি করি
দাম তোর নয় এক কড়ি
তোকে নিয়ে আমার এ কি বিপদ হল রে
মেয়ে)····· সুন্দরী লো রূপমতী
ওরে পুরুষ ওরে সাথী এক সাথে নাচবো আজ·····আয়।

তেজোময়গুহ

Printed at Prosanna Printing Press, 26, Bose Para Lane,
Baghbazar, Calcutta-3

মূল্য ষোল নয়া পয়সা

অজানা কাহিনী